মেকিন্টোস প্রযুক্তি: জীবন আর কতো দিন?

মোস্তাফা জব্বার

আজকের দুনিয়াতে পার্সোনাল কমপিউটার যখন ক্রমশঃ অতি দ্রুত অন্য সকল প্রজাতির কমপিউটারকে দখল করতে যাচ্ছে তখন একটি প্রশ্ন বেশ জোরালোভাবে দেখা দিচ্ছে পার্সোনাল কমপিউটারের একটি ধারা: এপল কমপিউটারের মেকিন্টোস প্রযুক্তি কি আগামী দিনে টিকে থাকবে? এই প্রশ্নটির সহজ সরল জবাব দিতে গেলে অনেক বিষয় ব্যাখ্যা করতে হয়। আমরা সেই বিষয়গুলোর বিস্তারিত রূপের বদলে সংক্ষিপ্ত সাধারণ আলোচনায় ব্যাপারগুলো সীমিত করতে চাই।

১৯৮৪ সালে দুনিয়াতে এবং ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশে যখন মেকিন্টোস আসে তখন এর সীমানা কেবলমাত্র প্রকাশনা বলয়ের মাঝেই সীমিত ছিলো। ক্রমশ সেই বলয় আমেরিকায় শিক্ষা জগৎ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। এরপর কমপিউটার গ্রাফিক্স, ডিজাইনিং, ভিডিও, অডিও ও সাধারণ ব্যবসায়ী কাজসহ নানা খাতে এর কদর বাড়তে থাকে। সেই মেকিন্টোসের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব ছিলো যে এটি ব্যবহার করা সহজ এবং এতে গ্রাফিক্স কাজ করা যায় অতি নিপুণতার সাথে। বিশ্বের বিবিধ ভাষার ব্যবহারের ব্যাপারটিও তখন মেকিন্টোসের একচেটিয়াই ছিলো। তবে এই কমপিউটারের বড়ো অসুবিধা ছিলো যে, এটি দামে বেশী ছিলো। একটি মেকিন্টোসের দাম দিয়ে তখন দুটি পিসি কম্পাটিবল কেনা যেতো। এই কমপিউটারে আরো অসুবিধা ছিলো যে এতে স্ট্যান্ডার্ড পেরিফেরাল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যেতোনা। যন্ত্রাংশের অস্বাভাবিক মূল্যও অনেকাংশে দায়ী ছিলো মেকিন্টোসের সম্প্রসারণের অন্তরায় হিসেবে।

কিন্তু সেই অবস্থা এখন আর নেই। ১৯৮৪ সালের মেকিন্টোস ব্যবহারকারী আজকের দিনে হঠাৎ এসে হাজির হলে বিস্ময়াভিভূত হবেন। শুধু যে দাম কমেছে তাই নয়। এখনকার মেকিন্টোস কেবল আর বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়।

কালক্রমে খেলনা সাদাকালো মেকিন্টোসের জায়গায় রঙ এসেছে, এখন এলো পাওয়ারপিসি। বস্তুত আজকের মেকিন্টোসের সাথে একটি সাধারণ পিসি যাকে আমরা আইবিএম পিসি বলি তার কোন পার্থক্যই নেই। বরং এখনকার মেকিন্টোস পিসি কম্পাটিবলও। এক সময়ে পিসির সাথে মেকিন্টোসের যোগাযোগের যে দূরত্ব ছিলো তাও নেই। এখন মেকিন্টোসে পিসির ফাইল পড়া যায়, মেকিন্টোস ডস ও উইন্ডোস কমপিউটার হিসেবেও কাজ করে।

কিন্তু এক সময়ে শুধু মেকিন্টোসে যে কাজ করা যেতো তা এখন আর তার একচেটিয়া নয়। যেমন আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। এক সময়ে মেকিন্টোসে বাংলা ছিলো আইবিএম পিসিতে ছিলো না। এখন পিসিতে কেবল বাংলা নয়, চীনা, আরবী ইত্যাদি ভাষাও ব্যবহার করা যায়। পিসিতে উইন্ডোজ এতো জনপ্রিয় হয়েছে যে কিছুদিন পর মানুষ ডস নামক কিছু ছিলো তা হয়তো ভুলে যাবে।

এমনি যখন কমপিউটারের দুনিয়া, তখন অনেকেই প্রশ্ন করেন, তাহলে আর মেকিন্টোস কেন? আমি যদি মেকিন্টোসের সকল কাজই অন্য কমপিউটারে করতে পারি তবে মেকিন্টোস কিনে কি লাভ?

প্রথমত একটি বিষয় আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে মেকিন্টোস একটি পার্সোনাল কমপিউটার। এটি দিয়ে পার্সোনাল কমপিউটারের সকল কাজই করা যায়। অতএব শুধুমাত্র ডিটিপি বা প্রকাশনা বা বাংলাভাষার জন্য মেকিন্টোস ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। মেকিন্টোসের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এতে নেটওয়ার্কিং বিল্টইন থাকে। প্রতিটি মেকিন্টোস কমপিউটারে এপলটক বিল্টইন (কোন-কোনটিতে ইথারনেট) বিদ্যমান থাকে। সুতরাং যারা মাইক্রো কমপিউটারে নেটওয়ার্কিং করতে চান তাদের জন্য মেকিন্টোসের চেয়ে সহজ উপায় আর কোন হতে পারে না। কেবলমাত্র তার দিয়ে মেকিন্টোসের নেটওয়ার্কিং করা সম্ভব। মেকিন্টোসের অপারেটিং সিস্টেমে এপল শেয়ার নামক একটি সফটওয়্যার বিল্টইন থাকে। সেই সফটওয়্যারের সাহায্যে কমপিউটার থেকে কমপিউটার যুক্ত করা যায় অনায়াসে। এমনকি কেবলমাত্র সাধারণ টেলিফোন লাইন ব্যবহার করে রিমোট এক্সেস নামক একটি সফটওয়্যার দিয়ে দূরবর্তী কোন কমপিউটার চালানো যেতে পারে। আমরা বাংলাদেশে দৈনিক জনকন্ঠ, দৈনিক করতোয়া, দৈনিক পাঠকের কাগজ, দৈনিক সিলেটের সংলাপ ও আজকের বার্তায় এই প্রযুক্তির চমৎকার ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি।

ইতিমধ্যেই এপল তার অপারেটিং সিস্টেমে বেশ পরিবর্তন করতে শুরু করেছে। এখন থেকে মেকিন্টোসের এপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ইউনিক্স-এর অধীনে চলবে। সান বা এইচপি-এর ওয়ার্ক স্টেশনে এখন মেকিন্টোস এপ্লিকেশন এনভারনমেন্ট নামক সফটওয়্যারের সাহায্যে মেকিন্টাস এপ্লিকেশন চালানো যাবে। মেকিন্টোসের নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেমেও ব্যাপক পরিবর্তন আনা হচ্ছে। যারা ভাবছেন এখন উইন্ডোজ এসে যাবার পর মেকিন্টোসের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে তাদের জন্য দুঃসংবাদ হলো মেকিন্টোসে কুইকটাইম ২.০, ওপেন ডক, পাওয়ার টক এবং কুইক ড্র জিএক্স আসার ফলে মেকিন্টাস অপারেটিং সিস্টেম সকল দিক থেকেই উইন্ডোজের চাইতে এক সিঁড়ি উপরে যাবার পথে রয়েছে।

কুইক টাইম ২.০ মেকিন্টোসে ফুল স্ক্রীণ, ফুল ফ্রেম ভিডিও রিয়েল টাইমে দেখাতে পারবে। এর কমপ্রেশন সুবিধা হবে অবিশ্বাস্য। এটি একটি সিডির বিষয়বস্তু একটি ফ্লপি ডিস্কে কমপ্রেশ করে রাখতে পারবে এবং তাতে মান কমবে না।

কুইক ড্র ডিএক্স হবে এই সময়কালের মধ্যে মাইক্রো কমপিউটারের জন্য গ্রাফিক্স, প্রিন্টিং ও টাইপোগ্রাফির জন্য অনন্য এক সুবিধা।

ওপেন ডক খোলে দেবে অন্য কমপিউটার-এর সাহায্যে কোন ডকুমেন্ট খোলা- এমনকি সম্পাদনা করার অবারিত দ্বার।

পাওয়ার টক মেকিন্টোসের জন্য অনন্য এক ই-মেইল ব্যবস্থা।

তবুও মেকিন্টোসের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো, পিসি সারা দুনিয়ার ৮০ থেকে ৮৫ ভাগ বাজার দখল করে রেখেছে। মেকিন্টোস তৈরী করে একটি মাত্র কোম্পানী। আর পিসি তৈরী করে হাজার হাজার কোম্পানী। পিসির জন্য সফটওয়্যার তৈরী করে লাখ লাখ লোক। আর মেকিন্টোসের জন্য সফটওয়্যার তৈরী করে পিসির তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ লোক। এই অবস্থার ফলে উইন্ডোজ যখন প্রথম বাজারে আসে তখন এতে সফটওয়্যারের পরিমাণ মেকিন্টোসের তুলনায় নগণ্য ছিলো। কিন্তু মাত্র ২ বছরেই উইন্ডোজে মেকিন্টোসের প্রায় সকল প্রোগ্রাম তৈরী হয়ে গেছে।

দুনিয়ায় যখন উইন্ডোজের রমরমা বাজার তখন দেখার বিষয় এপল তার মার্কেট শেয়ার বাড়ানোর জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সম্প্রতি ইউনিক্স প্লাটফরমে মেকিন্টোস সফটওয়্যার চালানোর ব্যবস্থা করার ফলে মেকিন্টোস সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়লো বটে। কিন্তু ইউনিক্স ব্যবহারকারীর সংখ্যা এতো বেশী নয় যে, সফটওয়্যার বাজারে এতে বড় রকমের হেরফের হবে।

ধারণা করা হচ্ছে, আগামীতে পাওয়ার ওপেন, ওয়ার্ক প্লেস ওএস, ও, এস-২, উইন্ডোজ এনটি সর্বত্র মেকিন্টাস-এর সফটওয়্যার চলবে। পাওয়ার ওপেনতো মেকিন্টোসের কাইভার নিয়েই তৈরী হচ্ছে। তেমন একটি অবস্থায় মেকিন্টোস ব্যবহারকারীরাই বস্তুত সবচেয়ে বেশী লাভবান হতে পারেন। একটি বিষয় এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। এক সময়ে সারা দুনিয়ার পিসি ব্যবহারকারীরা মেকিন্টোসকে কিডু খেলনা বলেই মনে করতেন। তাদের ধারণা ছিলো মেকিন্টোসে অপারেটিং সিস্টেমের এই যে গ্রাফিক্স-এর ব্যাপার এটা আসলে প্রিন্টিং, এডুকেশন ও খেলাধুলোর কাজেই লাগে। গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসের বদলে কমান্ড ও কীবোর্ড ব্যবহার করা অনেক ভালো এবং মাউস ব্যবহার করা একটি বিরক্তিকর ব্যাপার; পিসির ব্যবহারকারীরা তেমন কথাই বলতেন। কিন্তু উইন্ডোজ ৩.১ বাজারে আসার বছর খানেকের মাঝেই সারা দুনিয়ার পিসি ব্যবহারকারীদের ইচ্ছা যেন পাল্টে গেছে। তারা এখন কীবোর্ডের চেয়ে মাউস বেশী ব্যবহার করেন। গ্রাফিক্স ছাড়া এখন ভাবা যায় না। কতো সহজ উপায়ে মেকিন্টোসের অবিকল অবস্থাটি পিসিতে আনা যায় পিসি ব্যবহারকারীদের লড়াইটা এখন সেখানেই। উইন্ডোজ ৪.০ বাজারে এলে তার ফাইল সিস্টেম ও ব্যবস্থাপনা–সবকিছুই প্রায় মেকিন্টোসের অনুকরণে করা হবে। আমার ধারণা, যারা মেকিন্টোস ব্যবহারকারী, তারা উইন্ডোজেও ভালো কাজ করতে পারেন। সুতরাং আজ যারা মেকিন্টোসের দুনিয়াতে বসবাস করছেন তারাও বরং উইন্ডোজ জনপ্রিয় হবার সাথে সাথে আরো ভালো থাকতে পারবেন। তবে আজকের দিনে শুধু মেকিন্টোস একা একা একটি স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে টিকে থাকতে পারবে এমন সম্ভাবনা খুবই কম। সারা দুনিয়ার কমপিউটার ব্যবহারকারীরা ক্রমশ ওপেন সিস্টেমের দিকে যাচ্ছে। যদি এমন হয়, এপল একঘরে হয়ে চলার নীতি গ্রহণ করে এবং সারা দুনিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে না চলে, তাহলে ব্যাপারটি সুবিধের হবে না। সুখকর ব্যাপার এই যে এপল-এর বর্তমান ব্যবস্থাপনা মেকিন্টোসকে দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন না রেখে পার্সোনাল কমপিউটারের মূল স্রোতে নিয়ে আসার পদক্ষেপ নিয়েছে। ইতিমধ্যেই তারা পাওয়ার ওপেন ও ওপেনডক নামক দুটি কনসোর্টিয়ামে যোগদান করেছে। আইবিএম-এর সাথে তাদের ঐক্য যদি ফলপ্রসূ হয় তবে মেকিন্টোস মারা যাবে বলে ভাবার কোন কারণ নেই। ❍

দ্রুত কমপিউটার জগৎ পেতে হলে

"কমপিউটার জগৎ" বের হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যে ঢাকায় পাওয়া যায়–
নিউ মডেল লাইব্রেরী - বেলীকমপ্লেক্স, উত্তরা ; মোস্তফা বুক স্টল – কলাবাগান বাস স্ট্যান্ড ; আমান বুক স্টল – সাইন্স ল্যাবরেটরী ; মনা নিউজ কর্ণার – পিজি হাসপাতালের নীচে ; অনুপম জ্ঞান ভান্ডার – ঢাকা স্টেডিয়াম (দোতলা) ; সাগর পাবলিশার্স – নিউ বেইলী রোড ; সৃজনী – কমলাপুর রেল স্টেশন।